পঁচশি নম্বর—চল্লশিতম পদ্যের গোপন ইতিহাস

ইযিহিষ্কেলে সংখ্যা ছয়

Jeff Pippenger
2026-08-11

আমি Testimonies-এর এমন একটি অংশ থেকে গ্রহণ করে আসছি, যা পবিত্রধামে ইযেকিয়েলে, যিশাইয় এবং যোহনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যের বিভিন্ন ধারা উপস্থাপন করে। প্রকাশিত বাক্য প্রথম অধ্যায়ে যোহন তাঁর পশ্চাতে একটি স্বর দেখিবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পশ্চাতে তূর্যধ্বনির ন্যায় এক মহাস্বর শুনিলাম, যিনি বলিতেছিলেন, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ; এবং, তুমি যা দেখ, তা একখানি পুস্তকে লিখ, এবং এশিয়ায় অবস্থিত সাতটি মণ্ডলীর নিকটে পাঠাইয়া দাও; ইফিষে, এবং স্মুর্ণায়, এবং পার্গামে, এবং থুয়াতীরায়, এবং সার্দিসে, এবং ফিলাদেলফিয়ায়, এবং লাওদিকিয়োয়। এবং যে স্বর আমার সহিত কথা বলিতেছিল, তাহা দেখিবার জন্য আমি ফিরিলাম। এবং ফিরিয়া, আমি সাতটি সুবর্ণ প্রদীপাধার দেখিলাম। প্রকাশিত বাক্য ১:১০–১২।

পাটমোস দ্বীপ থেকে এবং তারপর স্বর্গীয় পবিত্রধামে, যেখানে যোহন খ্রিষ্টের যে দর্শন দেখেন, যার বিষয়ে সিস্টার হোয়াইট আমাদের অবহিত করেন, সেটিই সেই একই দর্শন যা দানিয়েল তাঁর গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে দেখেছিলেন।

> "'সেই দিনগুলিতে আমি দানিয়েল পূর্ণ তিন সপ্তাহ শোক করিতেছিলাম। আমি কোনো মনোরম রুটি ভোজন করি নাই, আমার মুখে মাংস বা দ্রাক্ষারস প্রবেশ করে নাই, এবং আমি মোটেই আপনাকে তেল দ্বারা অভিষিক্ত করি নাই.... পরে আমি আমার চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিলাম, আর দেখ, সুতির বস্ত্রপরিহিত এক ব্যক্তি, যাঁহার কোমর উফাজের উৎকৃষ্ট স্বর্ণ দ্বারা বদ্ধ ছিল। তাঁর দেহও ছিল বৈদূর্যমণির ন্যায়, এবং তাঁর মুখ বিদ্যুতের আকারের ন্যায়, তাঁর চক্ষু অগ্নিদীপের ন্যায়, এবং তাঁর বাহু ও পদ দ্যুতিময় পিতলের বর্ণের ন্যায়, আর তাঁর বাক্যের শব্দ বহুসংখ্যক লোকের কণ্ঠস্বরের ন্যায়' (দানিয়েল 10:2–6)।"

> "এই বর্ণনাটি সেই বর্ণনার অনুরূপ, যা যোহনের কাছে দেওয়া হয়েছিল, যখন পাতমোস দ্বীপে খ্রিষ্ট তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের পুত্রের চেয়ে কম কোনো ব্যক্তিত্ব দানিয়েলের কাছে আবির্ভূত হননি। আমাদের প্রভু আরকে স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে এসে দানিয়েলকে শিক্ষা দেন যে শেষকালীন দিনে কী ঘটবে।" Sanctified Life, 49.

প্রথম নয়টি পদ নির্দেশ করে যে, মানবীয় অনুগ্রহকালের সমাপ্তির ঠিক পূর্বে কীভাবে যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশনা উন্মোচিত হয়। এই প্রকাশনা ঈশ্বর যীশুকে দিয়েছিলেন; তিনি তা গাব্রিয়েলকে দিয়েছিলেন; আর গাব্রিয়েল তা যোহনকে দিয়েছিলেন, এই দায়িত্বসহ যে যোহন যেন সেই বার্তা সাতটি মণ্ডলীর কাছে প্রেরণ করেন। যিশাইয়ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে একই কাজ করার জন্য তাঁর দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, এবং যিহিষ্কেল দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে একই আদেশ লাভ করেছিলেন। যোহন যখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি বন্দী ছিলেন; যিহিষ্কেল ও দানিয়েল বাবিলে বন্দিত্বে ছিলেন; আর যিশাইয় যিহূদার দুষ্ট রাজা আহাযের ইতিহাসের সময়ে বাস করছিলেন।

“চাকার মধ্যে চাকা ছিল, এমন এক জটিল বিন্যাসে যে প্রথম দর্শনে সেগুলি যিহিষ্কেলের কাছে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু যখন সেগুলি চলত, তখন তা অপূর্ব নির্ভুলতায় এবং পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে চলত। স্বর্গীয় সত্তাগণ এই চাকার গতিকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন, এবং সর্বোপরি, মহিমান্বিত নীলকান্তমণির সিংহাসনের উপর, ছিলেন অনন্ত সত্তা; আর সিংহাসনের চারপাশে ছিল পরিবেষ্টনকারী রামধনু, যা অনুগ্রহ ও প্রেমের প্রতীক। সেই দৃশ্যের ভয়ঙ্কর মহিমায় অভিভূত হয়ে যিহিষ্কেল উপুড় হয়ে পড়লেন, তখন একটি স্বর তাঁকে উঠতে এবং সদাপ্রভুর বাক্য শুনতে আদেশ দিল। এরপর ইস্রায়েলের জন্য তাঁকে একটি সতর্কবার্তা প্রদান করা হল।” Testimonies, 751.

পরে আমি প্রভুর এই বাক্য শুনিলাম, “আমি কাহাকে পাঠাইব, এবং আমাদের পক্ষে কে যাইবে?” তখন আমি বলিলাম, “এই যে আমি; আমাকে পাঠান।” যিশাইয় ৬:৮।

“এই দর্শনটি ইযেকিয়েলকে এমন এক সময়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন তাঁর মন অশুভ আশঙ্কায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশকে জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন...”

“অনুরূপভাবে, যখন ঈশ্বর ভবিষ্যৎ যুগসমূহের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাস প্রিয় যোহনের কাছে উন্মোচন করতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি তাঁকে ‘মনুষ্যপুত্রের সদৃশ এক ব্যক্তি’কে প্রদর্শন করে, যিনি সেই প্রদীপাধারগুলোর মধ্যে বিচরণ করছিলেন—যেগুলো সাতটি মণ্ডলীর প্রতীক ছিল—তাঁর জনগণের প্রতি ত্রাণকর্তার আগ্রহ ও যত্নের একটি আশ্বাস প্রদান করলেন। ...”

“এই শিক্ষাগুলি আমাদের কল্যাণের জন্য। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর স্থির রাখতে হবে, কারণ আমাদের একেবারে সম্মুখেই এমন এক সময় উপস্থিত, যা মানুষের আত্মাকে পরীক্ষা করবে। ...”

“আমরা মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাবলীর প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যদ্বাণী দ্রুত পরিপূর্ণ হচ্ছে। প্রভু দ্বারে উপস্থিত। অচিরেই আমাদের সম্মুখে এমন একটি সময়পর্ব উন্মুক্ত হবে, যা সকল জীবিত মানুষের জন্য গভীর ও অভিভূতকর আগ্রহের বিষয় হবে। অতীতের বিতর্কসমূহ পুনরুজ্জীবিত হবে; নতুন বিতর্কের উদ্ভব ঘটবে। আমাদের জগতে যে দৃশ্যাবলী অভিনীত হতে যাচ্ছে, সেগুলো এখনও কল্পনাতেও উদিত হয়নি। শয়তান মানবীয় মাধ্যমের দ্বারা কার্যরত আছে। যারা সংবিধান পরিবর্তন করে রবিবার-পালন বলবৎ করার জন্য একটি আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছে, তারা এর পরিণাম কী হবে তা খুব সামান্যই উপলব্ধি করে। এক সংকট একেবারেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।”

“কিন্তু এই মহাসংকটে ঈশ্বরের দাসদের নিজেদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যিশাইয়, ইযেকিয়েল, এবং যোহনকে দেওয়া দর্শনসমূহে আমরা দেখি, পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলির সঙ্গে স্বর্গ কত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন কত মহান। জগৎ কোনো শাসকহীন নয়। আগত ঘটনাবলির কর্মপরিকল্পনা প্রভুর হাতে রয়েছে। স্বর্গের মহিমাময় অধিপতি নিজি মণ্ডলীর বিষয়াবলির ন্যায় জাতিসমূহের ভাগ্যও নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। ...”

“যিহিষ্কেলের দর্শনে ঈশ্বরের হাত করুবদের ডানার নীচে ছিল। এর দ্বারা তাঁর দাসদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ঐশী শক্তিই তাদের সাফল্য দান করে। তারা যদি অধর্ম পরিত্যাগ করে এবং অন্তরে ও জীবনে শুদ্ধ হয়, তবে তিনি তাদের সঙ্গে কাজ করবেন। ”

> “বজ্রবিদ্যুতের মতো দ্রুততায় জীবন্ত সৃষ্টিগণের মধ্যে বিচরণকারী উজ্জ্বল আলো সেই বেগেকেই নির্দেশ করে, যার দ্বারা এই কাজ শেষপর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁছাবে। ...”
>
> “ভ্রাতৃগণ, এখন শোক ও নিরাশার সময় নয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করারও সময় নয়। খ্রিস্ট এখন আর যোসেফের নতুন সমাধিতে, এক বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ এবং রোমীয় মোহর দ্বারা সীলমোহর করা অবস্থায়, ত্রাণকর্তা নন; আমাদের একজন পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তা আছেন। তিনি রাজা, তিনি সেনাবাহিনীগণের সদাপ্রভু; তিনি করূবদ্বয়ের মধ্যে আসীন; এবং জাতিসমূহের দ্বন্দ্ব ও তুমুল আলোড়নের মধ্যেও তিনি এখনও তাঁর জনগণকে রক্ষা করেন। যিনি স্বর্গমণ্ডলে শাসন করেন, তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা। তিনি প্রত্যেকে পরীক্ষা পরিমাপ করেন। যে অগ্নিকুণ্ডে প্রত্যেকে প্রাণকে পরীক্ষিত হতে হবে, তার অগ্নিশিখার উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন। যখন রাজাদের দুর্গসমূহ উৎখাত হবে, যখন ঈশ্বরের ক্রোধের তীরসমূহ তাঁর শত্রুদের হৃদয় বিদ্ধ করবে, তখন তাঁর জনগণ তাঁর হাতে নিরাপদ থাকবে।” Testimonies, volume 5, 752–754.

চারজন বাইবেলীয় সাক্ষী এই সত্যের সাক্ষ্য দেন যে, যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিতবাণীর বার্তা সেই সকল ব্যক্তির নিকট প্রদান করা হয়, যাঁরা এই নবীদের অভিজ্ঞতার দ্বারা পবিত্রধামে প্রতীকীভাবে চিহ্নিত। যখন আমরা স্বর্গীয় পবিত্রধামে প্রবেশ করি, তখনই আমাদের সেই বার্তা প্রদান করা হয়, যা ঘোষণা করার জন্য আমরা নিযুক্ত হয়েছি। “প্রত্যেকে প্রাণকে” পরীক্ষা করে যে “অগ্নিকুণ্ডের আগুন,” তা মালাখি তিনের অগ্নিকুণ্ড।

> কিন্তু তাঁর আগমনের দিনে কে স্থির থাকতে পারবে? এবং তিনি প্রকাশিত হলে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? কারণ তিনি পরিশোধকের আগুনের ন্যায়, এবং ধোপার ক্ষারের ন্যায়। তিনি রৌপ্য পরিশোধক ও বিশুদ্ধকারীর ন্যায় বসবেন; এবং তিনি লেবির সন্তানদের বিশুদ্ধ করবেন, এবং তাদের সোনা ও রৌপ্যের ন্যায় পরিশোধন করবেন, যাতে তারা ধার্মিকতায় সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ নিবেদন করতে পারে। তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের উৎসর্গ সদাপ্রভুর নিকট মনোরম হবে, যেমন প্রাচীন কালে ছিল, এবং যেমন পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ছিল। মালাখি ৩:২–৪।

রৌপ্য পরিশোধক জানেন যে রৌপ্য সঠিক পরিমাণ সময় ধরে ভাটিতে ছিল, যখন রৌপ্য এতটাই বিশুদ্ধ হয় যে তা পরিশোধকের মুখ প্রতিফলিত করে। প্রাচীনকালে রৌপ্য কীভাবে পরিশোধিত হতো—সে বিষয়ে এই সত্যটি দানিয়েল দশম অধ্যায়ে যে কার্যকারক ক্রিয়া “marah” দেখেছিলেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অন্তিম দিনগুলিতে প্রভু তাঁর প্রজাদের পবিত্রধামে পরিচালিত করছেন, যাতে তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকাচিহ্নের অংশ হওয়ার প্রার্থীদের পরীক্ষা, পরিশোধন ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। এই সময়পর্বে, “তিনি আমাদের সঙ্গে কার্য করবেন,” “যদি” আমরা “অধর্ম দূর করি এবং হৃদয় ও জীবনে শুদ্ধ হই।” কেউ কেউ, দানিয়েল দশম অধ্যায়ের লোকদের ন্যায়, সেই অভিজ্ঞতা থেকে পলায়ন করে; কিন্তু যারা দানিয়েলের দ্বারা প্রতীকায়িত, তারা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশনার সেই মহান দর্পণ-দর্শন সত্যই দেখবে এবং, যিশাইয় যেমন চিত্রিত করেন, তাদের ওষ্ঠ বেদির এক অঙ্গারে স্পর্শিত হবে এবং তারা পরিশোধিত ও প্রস্তুত হবে—প্রথমে এক ধর্মত্যাগী মণ্ডলীর প্রতি, এবং পরে বিশ্বের প্রতি, একটি বার্তা প্রদান করার জন্য।

বার্তাটি পবিত্রালয়ে অবস্থিত সেই বিশ্বস্ত আত্মাগণের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে। লেবীয় পুস্তক তেইশ, যখন পেন্টেকোস্টীয় ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্যে স্থাপন করা হয়, তখন অতি পবিত্র স্থানে নিয়মের সিন্দুককে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। বিশ্বাসের দ্বারা

অধ্যায়টির বার্তাসমূহের গঠন পবিত্র ইতিহাসের মধ্যে তিনটি পিথচিহ্ন নির্ধারণ করে, যেখানে অগ্নিপরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ঐশ্বরিকভাবে গভীর—তেইশতম অধ্যায়ের ভাববাণীমূলক গঠন ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীকে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদে ইযেকিয়েলকে নির্ণয় করতে সক্ষম করে।

> এবং ত্রিশতম বছরে, চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি কিবোর নদীর তীরে বন্দীদের মধ্যে ছিলাম, তখন আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত হলো, এবং আমি ঈশ্বরের দর্শনসমূহ দেখলাম। মাসের পঞ্চম দিনে—যা ছিল রাজা যিহোয়াখীনের বন্দিত্বের পঞ্চম বছর। ইজেকিয়েল ১:১, ২।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ে একজন যাজক হিসেবে, ইযেকিয়েল সতেরোতম জয়ন্তীচক্রের ত্রিশতম বছরে অবস্থান করছেন, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে নবূখদ্নিষ্সর কর্তৃক যিরূশালেমের উপর সংঘটিত তিনটি অবরোধের তৃতীয়টির পাঁচ বছর পূর্বে। পদটির ত্রিশতম বছরটি পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ পুনর্জাগরণের ত্রিশ বছর পরের সময়, এবং তা পঞ্চম বছরের পঞ্চম দিনে; অতএব ইযেকিয়েলের সাক্ষ্যের উপর পাঁচ সংখ্যাটি আরোপিত হয়। প্রথম দুইটি সূচনাপদে আমরা ত্রিশকে একবার চিহ্নিত দেখতে পাই এবং পাঁচ সংখ্যাটিকে তিনবার উল্লেখিত দেখতে পাই। পেন্টেকোস্টীয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বিত লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের গঠনে, ত্রিশ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত দ্বিতীয় পরীক্ষা তূর্যধ্বনির উৎসব পর্যন্ত পৌঁছে; পাঁচ দিন খ্রিস্টের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত, তারপর পাঁচ দিন প্রায়শ্চিত্ত দিবস পর্যন্ত, তারপর পাঁচ দিন সেই চিহ্নিস্থল পর্যন্ত, যা প্রাক্তন (পেন্টেকোস্ট) ও পরবর্তী (কুটিরোৎসব) বৃষ্টির উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই গঠন ত্রিশকে উপস্থাপন করে, যার পর পাঁচের তিনটি ধাপ। ইযেকিয়েল মন্দিরে আছেন, এবং লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের গঠনই সিন্দুক।

ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, এই পর্যায়ে যিহিষ্কেল একটি প্রতীকী অবরোধের পাঁচ বছর পূর্বে অবস্থান করছেন, যা যিরূশালেমের ধ্বংসের দ্বারা উপস্থাপিত শীঘ্র-আগত রবিবার-আইনের প্রতিরূপ হিসেবে পরিসমাপ্ত হয়। ‘পাঁচ’ সংখ্যা লেবীয় পুস্তক তেইশের বিন্যাসের একটি প্রধান উপাদান, যেমন ‘ত্রিশ’ সংখ্যাটিও তাই।

এই প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হয়েছে যে, যখন অধ্যায়টির প্রথম বাইশটি পদকে শেষ বাইশটি পদের সঙ্গে সমান্তরালে স্থাপন করা হয়, এবং তারপর সেই বাইশটি পদের দুই রেখাকে পেন্টেকোস্টীয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বিত করা হয়, তখন পরীক্ষার ত্রিধাপ প্রক্রিয়াটি—যা মালাখির অগ্নিকুণ্ড—স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়। তিনটি ধাপের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ধাপে একটি আলফা ও ওমেগা বিদ্যমান, যা চারটি পিথচিহ্নের একটি ধারাবাহিকতা নিয়ে গঠিত এবং যা একটি ধাপকে উপস্থাপন করে।

নিস্তারপর্ব, তার পরে খামিরবিহীন রুটির উৎসব, তার পরে যবের প্রথমফল উৎসর্গ, তারপর খামিরবিহীন রুটির উৎসবের সমাপ্তি পর্যন্ত ‘পাঁচ’ দিন। এই চারটি পিথচিহ্ন মিলে প্রথম পরীক্ষা গঠিত হয়, এবং যীশু সর্বদা শুরু দ্বারা শেষকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন; তৃতীয় পরীক্ষাও চারটি পিথচিহ্ন নিয়ে গঠিত। তূর্যধ্বনির উৎসব, তারপর খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ, তার পরে প্রায়শ্চিত্তের দিন, এবং তারপর পাঁচ দিন পরে পেন্টেকেস্ট ও তাম্বুপর্ব—উভয়েরই আগমন। পেন্টেকেস্ট প্রাক্তন বৃষ্টির প্রতীক এবং তাম্বুপর্ব পরবর্তী বৃষ্টির একটি প্রতীক। লেবীয় পুস্তক তেইশের আদলে পেন্টেকেস্ট ও তাম্বুপর্ব উভয়ই সমরেখ হয়।

> অতএব, হে সিয়োনের সন্তানগণ, আনন্দিত হও, এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে উল্লসিত হও; কারণ তিনি তোমাদের জন্য পরিমিতিরূপে আগাম বৃষ্টি দিয়েছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য বর্ষণ করাবেন বৃষ্টি, আগাম বৃষ্টি ও অন্তিম বৃষ্টি, প্রথম মাসে। যোয়েল 2:23.

চূড়ান্ত পরীক্ষণ ও পরিশোধনের প্রক্রিয়া ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর শুরু হয়। প্রথম পরীক্ষা ছিল সেই ভিত্তিগত পরীক্ষা, যা "robbers of thy people"-এর বিরোধ দ্বারা প্রতীকায়িত, এবং যা সেই দলটিকে বিভক্ত করেছিল, যাদের পূর্বে ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের হতাশার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল।

> "ইতিহাসে ও ভাববাণীতে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষকে চিত্রিত করে। সেই সংঘর্ষ এখনও চলমান। যা যা অতীতে ঘটেছে, তা পুনরাবৃত্ত হবে। পুরাতন বিতর্কসমূহ পুনরুজ্জীবিত হবে, এবং নতুন নতুন তত্ত্ব নিরন্তর উদ্ভূত হতে থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরের সেই সকল লোক, যারা নিজেদের বিশ্বাসে ও ভাববাণীর পরিপূর্তিতে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ঘোষণায় একটি ভূমিকা পালন করেছে, তারা জানে তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এমন এক অভিজ্ঞতা রয়েছে যা উৎকৃষ্ট সোনার চেয়েও অধিক মূল্যবান। তাদের শিলার ন্যায় দৃঢ়ভাবে স্থির থাকতে হবে, নিজেদের প্রত্যয়ের সূচনাকে শেষ পর্যন্ত অবিচলভাবে ধারণ করে।" Manuscript Releases, খণ্ড ১, ৪৭।

লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ে প্রথম পরীক্ষা একটি ভাববাণীমূলক সংযোজনে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে তিনটির পর পাঁচ দিন পরে খামিরবিহীন রুটির সমাপ্তি অনুসরণ করে। পাসওভার ছিল প্রথম দিন, খামিরবিহীন রুটির পর্ব ছিল দ্বিতীয় দিন, এবং প্রথম ফলের নিবেদন ছিল তৃতীয় দিন। পাঁচ দিন পরে খামিরবিহীন রুটির পর্বের সমাপ্তি ঘটল। তিন পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটির এই ভাববাণীমূলক গঠন তৃতীয় ও চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও উপস্থাপিত হয়েছে। সেই তৃতীয় ওয়োর্ককে, যা তিনটি ওয়োর্করে পরে একটি ওয়োর্ক নিয়ে গঠিত, তূর্যধ্বনির পর্ব প্রথম দিন, এবং পাঁচ দিন পরে খ্রিস্টের স্বর্গারোহণ, তারপর পাঁচ দিন পরে প্রায়শ্চিত্তের দিন অনুসরণ করে, তারপর আরও পাঁচ দিন পরে উভয়ই পেন্টেকস্ট এবং কুটীরবাসের পর্ব আসন্ন রবিবার-আইনকে চিহ্নিত করে, যা যিহিষ্কেলের পুস্তকে যিরূশালেমের ধ্বংসরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

খামিরবিহীন রুটির পর্বের সমাপ্তি ও তূর্যধ্বনির পর্বের মধ্যে তেরশি দিন রয়েছে, যা কেবল একজন যাজকের প্রতীককেই উপস্থাপন করে না, বরং ঐশ্বরিক দৃষ্টান্তের মধ্যে উপস্থাপিত তিনটি পরীক্ষার দ্বিতীয় পরীক্ষাকেও উপস্থাপন করে।

খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম নিস্তারপর্ব, খামিরবিহীন রুটি, এবং প্রথম ফলের—এই তিনটি পিথচিহ্নকে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করে; কারণ এই তিনটি পিথচিহ্ন খ্রিষ্টের মৃত্যু, সমাধিস্থ হওয়া, এবং পুনরুত্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই তিনটি ধাপের পর আরও পাঁচ দিন অতিক্রম করে চতুর্থ ধাপে পৌঁছানো হয়, যা খামিরবিহীন রুটির পর্বের সমাপ্তি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। যখন যোহন তাঁর মশীহকে বাপ্তিস্ম দিলেন, তখন সেই বাপ্তিস্ম এক সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে এই তিনটি ধাপকে উপস্থিত করেছিল। বসন্তকালীন পর্বসমূহ এই তিনটি ধাপকে প্রতিবার এক দিন করে পৃথক করে, আর শরৎকালীন পর্বসমূহ এই তিনটি ধাপকে পাঁচ দিন করে পৃথক করে।

যখন আমরা বসন্তকালের উৎসবসমূহের প্রথম পরীক্ষাকে তিনটি চিহ্নিস্থানের এমন এক সমন্বয় হিসেবে প্রয়োগ করি, যার পর পাঁচ দিন পরে একটি চিহ্নিস্থান আসে; এবং তারপর শরৎকালের উৎসবসমূহকে এমনভাবে প্রয়োগ করি যে, তিনটি চিহ্নিস্থানের পর পাঁচ দিন পরে একটি চিহ্নিস্থান আসে, তখন একটি ভাববাণীমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তিনের একটি আলফা চিহ্নিস্থান, যার পর পাঁচ দিন, তারপর ত্রিশ দিন, এবং শরৎকালের উৎসবসমূহের তৃতীয় পরীক্ষা—তিনের একটি চিহ্নিস্থানের পর পাঁচ দিন—এই সব নিয়ে গঠিত; এই কাঠামোটি দেখায় যে, প্রথম পরীক্ষা মোট পাঁচ দিনব্যাপী, যার পর ত্রিশ দিনের একটি দ্বিতীয় পরীক্ষা আসে, যা পাঁচ দিনের তৃতীয় চিহ্নিস্থানে পৌঁছে। পাঁচ, সঙ্গে ত্রিশ, সঙ্গে পাঁচ—মোট চল্লিশ (5 + 30 + 5 = 40)।

খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের পরপরই চল্লিশ দিনের এক পর্ব অনুসরণ করেছিল, যা তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পেন্টেকোস্টীয় ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের গঠনে আরও অনেক কিছু চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু অন্য এক স্তরে এই অধ্যায়টি অতি পবিত্র স্থানে অবস্থিত সিন্দুকের প্রতিনিধিত্ব করে।

লেবীয় পুস্তক তেইশে বসন্ত ও শরতের উৎসবসমূহ দুটি বিশ্রামবারের মধ্যভাগে স্থাপিত হয়েছে। ঐ দুটি বিশ্রামবার দুটি আচ্ছাদনকারী করূবকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং লেবীয় পুস্তক তেইশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেন্টেকেস্টীয় ঋতুর পথচিহ্নসমূহ সিন্দুক ও দুটি আচ্ছাদনকারী করূবকে প্রতিনিধিত্ব করে। যিহিষ্কেলকে প্রথম অধ্যায়ে পবিত্রধামে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি অবরোধের পাঁচ দিন পূর্বে অবস্থান করছেন, যে অবরোধ যিরূশালেমের বিনাশের দিকে নিয়ে যায় এবং আসন্ন রবিবার-আইনের প্রতিরূপস্বরূপ। লেবীয় পুস্তক তেইশে রবিবার-আইনকে পেন্টেকেস্ট ও তাম্বু-উৎসব দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। যিহিষ্কেল ত্রিশতম বছরে আছেন, এবং ত্রিশ হলো সেই তিনটি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয়টির সময়কাল, যা মিলিত হয়ে মালাখি তিনের অগ্নিকুণ্ড গঠন করে। দ্বিতীয় পরীক্ষা ত্রিশ দিন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যেমন যিহিষ্কেল সপ্তদশ যোবেল-চক্রের ত্রিশতম বছরে আছেন, যা ইতিহাসবিদদের ভাষ্যমতে যোশিয়ের মহান নিস্তারপর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। যিহিষ্কেল সেই অবরোধের পাঁচ বছর পূর্বে আছেন, যা আঠারো মাস স্থায়ী হয়েছিল, এবং তিনি মন্দিরে আছেন, যা সেই তিনটি চূড়ান্ত পরীক্ষার মধ্যবর্তী অংশ, যা অবশিষ্টাংশকে শুদ্ধ ও পরিশোধিত করে। পিতরও কৈসরিয়া-ফিলিপ্পিতে (পানিয়ম) ছিলেন, তদ্রূপ তিনটি পরীক্ষার মধ্যবর্তী অবস্থানে, যেমনটি পানিয়ম (কৈসরিয়া-ফিলিপ্পি), রূপান্তরের পর্বত, এবং ক্রুশ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯২ সালে ইযেকিয়েল অলৌকিকভাবে "মূক" করে দেওয়া হন এবং ঈশ্বর যখন তাঁর মুখ খুলে দেন, তখনই তিনি কেবল কথা বলেন। সেই অবস্থা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৫/৬ সালে যিরূশালেমের পতন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবরোধ শুরু হওয়ার দিনে, যেদিন তাঁর "চক্ষুর" "আকাঙ্ক্ষা" মারা গেল, ঈশ্বর তাঁকে কথা বলতে বাধ্য করেছিলেন; কিন্তু ইস্রায়েলের "চক্ষুর" "আকাঙ্ক্ষা" যিরূশালেম পতিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। যিরূশালেমের পতন অচিরেই আগত রবিবারের আইনকে উপস্থাপন করে, এবং সেখানেই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পিতা, অষ্টম পালার এক যাজক, যিনি মন্দিরে সেবা করার সময় মূক করে দেওয়া হয়েছিলেন—যেখানে ইযেকিয়েলও (দর্শনে) ছিলেন—তিনিও প্রায় নয় মাসের জন্য মূক করে দেওয়া হয়েছিলেন। যোহনের জন্মের পর অষ্টম দিনে, যখন যোহনের খৎনা হচ্ছিল, তখন তাঁকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। অভয়ারণ্যে অবস্থানকালে দুই ভাববাদীকে মূক করা হয়েছিল। তৃতীয় যে ভাববাদীকে অভয়ারণ্যে খ্রিষ্টকে দর্শন করার সময়

মূক করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন দানিয়েল। দশম অধ্যায়ে, দানিয়েল অভয়ারণ্যে আছেন, এবং যেমন তিনি তিন বারের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্পর্শিত হচ্ছেন, তেমনি তিনি মূক হয়ে যান। মধ্যবিন্দুতে দানিয়েল মূক করা হন।

> আর তিনি যখন আমার কাছে সেইরূপ কথা বললেন, তখন আমি মাটির দিকে মুখ ফিরাইলাম, এবং বোবার ন্যায় হইলাম। আর দেখ, মনুষ্যসন্তানদের সদৃশ এক জন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন; তখন আমি আমার মুখ খুলিলাম, এবং কথা কহিলাম, এবং যিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, এই দর্শনের দ্বারা আমার বেদনাসমূহ আমার উপরে ফিরে আসিয়াছে, এবং আমি আর কোনো শক্তি রাখি নাই। দানিয়েল 10:15, 16.

বক্তব্য

"কথা বলা"-এর প্রতীকবাদ নিকটবর্তী রবিবার-আইনের সময় চিহ্নিত হয়, যখন যুক্তরাষ্ট্র এক অজগরের ন্যায় কথা বলে, বিলিয়ামের গাধা কথা বলে, হবক্কূকের দর্শন কথা বলে এবং মিথ্যা বলে না। যে তিনি মূক ভাববাদী পবিত্রস্থানে থাকাকালীন বাকরুদ্ধ করা হয়, তারা যিরূশালেমের ধ্বংসকালে কথা বলে। জাখরিয়ার ক্ষেত্রে, তিনি কথা বলেন এই শনাক্ত করতে যে তাঁর পুত্রের নতুন নামটি সঠিক, এভাবে তিনি সেই ফিলাদেলফীয়দের প্রতিরূপরূপে চিহ্নিত করেন, যাদের একটি নতুন নাম দেওয়া হয়।

> যে জয়ী হয়, আমি তাকে আমার ঈশ্বরের মন্দিরে একটি স্তম্ভ করিব, এবং সে আর কখনও বাহিরে যাইবে না; এবং আমি তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম, এবং আমার ঈশ্বরের নগরের নাম, অর্থাৎ নতুন যিরূশালেমের নাম, যা আমার ঈশ্বরের কাছ হইতে স্বর্গ হইতে অবতরণ করে, লিখিয়া দিব; এবং আমি তাহার উপরে আমার নতুন নাম লিখিয়া দিব। প্রকাশিত বাক্য ৩:১২।

যোহনের নতুন পারিবারিক নাম লিখিবার জন্য জাখারিয়াকে একটি ফলক দেওয়া হয়েছিল।

> আর এমন ঘটিল যে, অষ্টম দিনে তারা শিশুটির খৎনা করিতে আসিল; এবং তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম জাখারিয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া বলিলেন, না; বরং তাহার নাম যোহন হইবে। তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, তোমার আত্মীয়দের মধ্যে এমন নামে কেহ নাই। আর তাহারা তাহার পিতাকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তাহার কী নাম রাখিতে চান। তখন তিনি একটি লিখিবার ফলক চাহিয়া লইলেন, এবং লিখিলেন, "তাহার নাম যোহন।" ইহাতে সকলেই আশ্চর্য হইল। আর তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ খুলিয়া গেল, এবং তাহার জিহ্বা মুক্ত হইল, আর তিনি কথা কহিতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিলেন। লূক ১:৫৯–৬৪।

যোহনের নতুন নাম ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতি জাখারিয়ার অবিশ্বাসে যেভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে, সেই হিসেবে জাখারিয়া নামটি লাওদিকিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত ভাববাদীই অন্তিম দিনের বিষয়ে বলেন, এবং অন্তিম দিনসমূহ তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস। অতএব যে স্বর্গদূত সেই বার্তা নিয়ে এসেছিল, সে অবশ্যই তৃতীয় স্বর্গদূত। জাখারিয়া বুঝতে অস্বীকার করেছিলেন যে প্রভু লাওদিকিয়ীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীকে অতিক্রম করে যাবেন। এই ভাববাদীদের মধ্যে কণ্ঠের পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমরা যোশিয়ার ভাববাণীমূলক ধারার উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে থাকব।

যোশিয়ার চক্র

আমরা ৬২২ খ্রিষ্টপূর্বে যোশিয়ের নিস্তারপর্বে শুরু হওয়া সপ্তদশ জয়ন্তীচক্রের বিষয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু যোশিয়ের ধারাবাহিকতা ৬২২ খ্রিষ্টপূর্বেরও বহু পূর্বে শুরু হয়। ইস্রায়েলের সেই বিদ্রোহ, যা শৌলকে ইস্রায়েলের প্রথম রাজা হিসেবে সিংহাসনে নিয়ে আসে, চিহ্নিত করেছিল সেই চল্লিশ বছর, যে সময় রাজা শৌল শাসন করবেন; তার পরবর্তী চল্লিশ বছর, যে সময় রাজা দাউদ শাসন করবেন; এবং তার পরবর্তী চল্লিশ বছর, যে সময় সলোমন শাসন করবেন। ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান, যা ভাববাদী শমূয়েলকে এত গভীরভাবে আহত করেছিল, ১০৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, এবং তা বিদ্রোহের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারার সূচনা করে, যার পরিসমাপ্তি হয়েছিল ক্রুশে, যখন ইহুদিরা ঘোষণা করেছিল, সিজার ছাড়া তাদের আর কোনো রাজা নেই।

> কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, তাঁকে সরাও, তাঁকে সরাও, তাঁকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব? প্রধান যাজকেরা উত্তর দিলেন, কৈসর ছাড়া আমাদের কোনো রাজা নেই। যোহন ১৯:১৫।

১০৯৭ সালে, তিনজন রাজা প্রত্যেকে চল্লিশ বছর করে রাজত্ব করবেন, সলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত, যা খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৭ সালে ঘটে; তখন রাজ্যটি উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে যায়।

> এরপর তারা একজন রাজা প্রার্থনা করল; এবং ঈশ্বর তাদেরকে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিন্যামীন গোত্রের একজন ব্যক্তি, কীশের পুত্র শৌলকে দিলেন। প্রেরিত ১৩:২১।

> দাউদ রাজত্ব আরম্ভ করার সময় ত্রিশ বৎসর বয়সী ছিলেন, এবং তিনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। হেব্রোণে তিনি যিহূদার উপরে সাত বৎসর ও ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন; এবং যিরূশালেমে তিনি সমুদয় ইস্রায়েল ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ২ শমূয়েল ২:৪, ৫।

শলোমনের রাজত্ব ৯৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়; শলোমনের চতুর্থ বছরে (৯৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। নির্মাণকাজ সাত বছর স্থায়ী হয় (১ রাজাবলি ৬:৩৭–৩৮), এবং শলোমনের একাদশ বছরের অষ্টম মাসে মন্দিরের কাজ সমাপ্ত হয়। আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ সপ্তম মাসে (এথানিম মাসে), তাম্বু-উৎসবের সময়ে অনুষ্ঠিত হয় (১ রাজাবলি ৮; ২ বংশাবলি ৫–৭)। রাজাগণ, মন্দির এবং জাতি—প্রত্যেকটিই ইতিহাসে চারশত নব্বই বছরের একটি সময়পর্ব দ্বারা উপস্থাপিত, যা যথাক্রমে রাজাগণ, মন্দির অথবা জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়পর্বকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে।

দানিয়েলকে খ্রিষ্টপূর্ব 607 সালে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যদিও বাইবেলীয় কালপঞ্জিকার অধিকাংশ নির্ণায়ক খ্রিষ্টপূর্ব 605 সালকেই চিহ্নিত করেন। ঐতিহাসিক নথিতে অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং খ্রিষ্টপূর্ব 1097 সালে একজন রাজা চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে যে ইতিহাসরেখার সূচনা হয়, সেই রেখায় ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত ঘটনাবলীর প্রতীকতত্ত্ব বহু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যের উপর এই দাবি আরোপ করে যে খ্রিষ্টপূর্ব 607 সালই সঠিক প্রয়োগ, 605 সাল নয়। খ্রিষ্টপূর্ব 607 সাল রাজাদের ধারায় চারশত নব্বই বছরের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটি সেই রেখায় সংঘটিত সত্তর বছরের তিনটি প্রধান উপস্থাপনার একটির সূচনাও করে। খ্রিষ্টপূর্ব 607 সাল সেই সত্তর বছরের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, যা খ্রিষ্টপূর্ব 677 সালে মনঃশির বন্দিত্বের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। চারশত নব্বই বছরের প্রতীকের প্রথম উপস্থাপনাটি (যার ঐ রেখায় তিনটি সাক্ষ্য রয়েছে) সেখানে সমাপ্ত হয়, যেখানে সত্তর

বছরের তিনি সাক্ষ্যের একটির সমাপ্তি ঘটে এবং সত্তর বছরের আরেকটি সাক্ষ্য শুরু হয়; গাণিতিক কাঠামো খ্রিষ্টপূর্ব 607 সালের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়, যদিও এই ধারণা বিদ্যমান যে দানিয়েলকে খ্রিষ্টপূর্ব 605 সালে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১০৯৭ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬০৭ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে ৪৯০ বছরের সময়পর্বকে ধারণকারী রেখা রয়েছে, সেই রেখার মধ্যেই সলোমনের মন্দিরের উৎসর্গ থেকে ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্বে নির্বাসনোত্তর মন্দিরের যেরুব্বাবেলের দ্বারা উৎসর্গ পর্যন্তও ৪৯০ বছর রয়েছে। এই ৪৯০ বছর গঠিত হয়েছে সলোমনের একাদশ বর্ষে তাঁর উৎসর্গ থেকে ৪২০ বছর, এর সঙ্গে বন্দিত্বকালে মন্দির ৭০ বছর উজাড় অবস্থায় ছিল—এই দুই মিলিয়ে ৪৯০ বছর। আর্তক্ষস্তার তৃতীয় আদেশে ৫৯ বছর পরে, ৪৫৭ খ্রিষ্টপূর্বে, জারি হয়; এবং তা ঈশ্বরের লোকদের জন্য "নির্ধারিত" (কেটে নেওয়া, দানিয়েল ৯:২৪) ৪৯০ বছরের সূচনাকে চিহ্নিত করে, যা ৩৪ খ্রিষ্টাব্দে স্তিফনের প্রস্তরাঘাতে সমাপ্ত হয়। অবশ্যই, ১০৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে ঈশ্বর ও ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করার যে ভিত্তিগত ধর্মত্যাগ দিয়ে শুরু হওয়া এবং স্তিফন যখন ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে খ্রিষ্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনে, সেখানে সমাপ্ত হওয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখায় আরও বহু গভীর কালানুক্রমিক সাক্ষ্য রয়েছে। এই সাক্ষ্যের মধ্যেই আমরা যোশিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চক্র খুঁজে পাই।

আমি "ভিত্তিগত ধর্মত্যাগ" বলি, কারণ এই রেখার সূচনা সেই সময়কে চিহ্নিত করে যখন ইস্রায়েল পার্থিব এক রাজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরকে রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল; এভাবে ইস্রায়েলের মানবীয় রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আমি এটি যোশিয়ের চাকার জন্যও লিখছি; "যোশিয়" শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের ভিত্তি," এবং এটি ঈশ্বরের জনগণের উভয়ই—ভিত্তি এবং ভিত্তিগত ধর্মত্যাগের—একটি প্রতীক।

সলোমনের মৃত্যু হলে এবং বারোটি গোত্র উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হলে, যিরোবিয়ামের জাল উপাসনা-ব্যবস্থার উৎসর্গ অবাধ্য নবীর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিল, এবং তাঁর সেই তিরস্কারের মধ্যে যোশিয় নামে আগমনকারী এক রাজার ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। যিরোবিয়াম ও উত্তরের দশ গোত্রের ভিত্তিগত ধর্মত্যাগের সময়, যোশিয় ও তাঁর সেই পুনর্জাগরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৬২২ সালের মহা নিস্তারপর্ব দ্বারা চিহ্নিত। সেই পুনর্জাগরণ সংঘটিত হয়েছিল মূসার লিখনসমূহের আবিষ্কার এবং ঈশ্বরের প্রজাদের ধারাবাহিক ধর্মত্যাগের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিচারের ঘোষণার মাধ্যমে। মূসার লিখনসমূহের বাক্য যখন রাজা যোশিয়ের কাছে পাঠ করা হলো, তখন তা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ পুনর্জাগরণের জন্ম দেয়। যোশিয় নামে এক ভবিষ্যৎ পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অবাধ্য নবীর দ্বারা রাজা যিরোবিয়ামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সেই ভিত্তিগত ধর্মত্যাগের ভাববাণীমূলক নিন্দাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দানিয়েল যাকে মোশির অভিশাপ বলে অভিহিত করেনে, তা হলো লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশের "সাত কাল"; এবং এটি উইলিয়াম মিলারের সেই মৌলিক আবিষ্কারে পরিণত হয়েছিল, যিনি অ্যাডভেন্টবাদের মৌলিক সত্যসমূহের প্রতীক। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট মিলারের বার্তার ক্ষমতায়ন সংঘটিত হয়েছিল ১৮৩৮ ও ১৮৪০ সালে "যোশিয়াহ" লিচের কার্যকলাপের মাধ্যমে। ১৮৬৩ সালে সেই ভিত্তিগুলি পিরিত্যক্ত হয়, এবং "সাত কাল" কেবল ফিলাডেলফীয় মিলারাইটদের মৌলিক সত্যসমূহের প্রতীকই নয়, বরং ভিত্তিসমূহের বিরুদ্ধে লাওদিকীয় মিলারবাদের বিদ্রোহেরও প্রতীকে পরিণত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের মিলারাইটদের ইতিহাসে "যোশিয়াহ"-এর প্রতীকত্ব বিদ্যমান, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হবে। যোশিয়াহের চাকা রাজা শাউলের জাদুবিদ্যা পর্যন্ত

পশ্চাতে পৌঁছে, এবং তারপর সানডে ল’-এর সময় লাওদকিীয় সভেন্থে-ডে অ্যাডভন্টেস্টি মণ্ডলীর উদ্গীরতি হয়ে বহষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইযকেয়িলেরে মধ্যে যোশয়িাহরে চাকা এখন এক লক্ষ চুয়াল্লশি হাজাররে সীলমোহরতি হওয়ার চূড়ান্ত পর্বরূপে উন্মোচতি হওয়ার প্রক্রয়িায় রয়ছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই বষিয়গুলো অব্যাহত রাখব।